সংবাদ

তারিখ 27 FEB ২০১৩
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

বেসরকারি কলেজ থেকে ঢাকা কলেজে ভর্তি

ছাত্রলীগের চাপ-বিব্রত শিক্ষা বোর্ড

রাকিব উদ্দিন

হুমায়ূন কবীর (ছদ্মনাম) ঢাকা সিটি কলেজে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী। সে ঢাকা কলেজে বদলি হয়ে আসার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের আসার অনুমতিপত্রও নিয়েছে। এখন নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে টিসির (ট্রান্সফার সার্টিফিকেট) অপেক্ষায় আছে। কিন্তু ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ ঢাকা কলেজে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমোদন দিচ্ছে না।' গতকাল ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সামনে অপেক্ষমান ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ করে এ তথ্য পাওয়া যায়। এভাবে কলেজ পরিবর্তনের জন্য প্রতিদিন অনেকেই ছাত্র ও তাদের অভিভাবক ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সামনে ভিড় করছেন। তাদের বেশির ভাগই ঢাকা কলেজের বিভিন্ন বিভাগে ভর্তি হতে চায়। এ নিয়ে বিব্রতকর

বিব্রত : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

বিব্রত : শিক্ষা বোর্ড

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অবস্থায় আছে শিক্ষা বোর্ড। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, ঢাকা কলেজে একাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগে মোট আসন আছে ৬০০টি। কিন্তু কলেজ ছাত্রলীগ নেতাদের চাপে কলেজ কর্তৃপক্ষ এখন আরও ১২১ জন ছাত্রকে ভর্তির অনুমোদনপত্র দিয়েছে। এ অতিরিক্ত আসনের বিষয়ে বোর্ডের অনুমোদন নেয়া হয়নি। তাই শিক্ষা বোর্ড কোনক্রমেই এসব ছাত্রকে ঢাকা কলেজে ভর্তির অনুমোদন দেয়ার পক্ষে নয়।

এ বিষয়ে ঢাকা কলেজের কয়েকজন শিক্ষক 'সংবাদ'কে বলেন, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জনপ্রতি ন্যূনতম ৫০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা নিয়ে রাজধানীর বিভিন্ন বেসরকারি কলেজের ছাত্রদের ঢাকা কলেজে ভর্তির জন্য চাপ প্রয়োগ করছে কলেজ শাখার ছাত্রলীগ নেতারা। এ অনৈতিক চাপ সামলাতে কলেজ কর্তৃপক্ষও হিমশিম খাচ্ছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. আয়েশা বেগম 'সংবাদ'কে বলেছেন, 'আসন শূন্য থাকলে এবং দুই কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন পেলে শিক্ষার্থীরা কলেজ পরিবর্তন করতে পারে। তবে ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ছাত্রলীগ নেতারা টাকা-পয়সা নিয়েছে কিনা তা আমার জানা নেই।'

তিনি জানান, 'অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য প্রয়োজন বোধে শিক্ষা বোর্ডে আবেদন করা হবে। এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়েও যোগাযোগ করা হবে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পেলে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে না বলেও তিনি জানান।' শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, ঢাকা সিটি কলেজ, নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজ, ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ রাইফেলস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা ইম্পেরিয়াল কলেজ, ট্রাস্ট কলেজ, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার কলেজসহ রাজধানীর কমপক্ষে ১৫টি কলেজ থেকে শিক্ষার্থীরা ঢাকা কলেজে স্থানান্তর হতে চেষ্টা করছে। এছাড়াও সরকারি কবি নজরুল কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজেও অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। তবে একই শহরের মধ্যে বেসরকারি কলেজ থেকে সরকারি কলেজে বদলি হওয়াও যুক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বোর্ডের কর্মকর্তারা।

প্রসঙ্গত, প্রত্যাশিত কলেজে আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি ও মার্চে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কলেজ পরিবর্তনের সুযোগ দেয়া হয় সীমিত আকারে।